গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়
প্রাথমিক শিক্ষা
রাজশাহী বিভাগ,রাজশাহী।
ddrajsh@gmail.com

স্মারক নং- ডিডি/প্রাই/রাবিরা/ ১৮৫৩/৯ তারিখ ঃ ২৫/৭/২০১৯ খ্রিঃ।

মহাপরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ঢাকা মহোদয়ের স্মারক নং-৩৮.০১.০০০০.১০০.০২.০০১.১৬-৫২৭(৫৮০) তারিখঃ ২৫/৭/২০১৯ খ্রিঃ মূলে সংযুক্ত মূল পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ ১ (এক) পাতা।

(আবুল কালাম আজাদ)
বিভাগীয় উপপরিচালক
ফোন-০৭২১-৭৭৫৫৮৭

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (সকল)
রাজশাহী বিভাগ।

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

০১। মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।
০২। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
www.dpe.gov.bd

স্মারক নং: ৩৮.০১.০০০০.১০০.০২.০০১.১৬-৫২৭ (৫৮০) তারিখ: ২৫ জুলাই ২০১৯ খ্রি:

বিষয়: সাম্প্রতিক ছড়ানো গুজবের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি সম্পর্কিত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, সম্প্রতি একটি অশুভ শক্তি অত্যন্ত সুকৌশলে দেশের বিভিন্ন স্থানে 'ছেলে ধরার' নাম করে গুজব ছড়িয়ে জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি করছে। উল্লেখ্য, গুজব এমন একটি মারাত্মক অপরাধ, যা মুহূর্তেই একটি পরিবার, সমাজ এমনকি রাষ্ট্রকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়ে একটি অরাজক ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। দেশের প্রায় দু'কোটি শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে; কোমলমতি এ বিপুল সংখ্যক শিশু শহর-উপশহরসহ সমগ্র দেশের আনাচে কানাচে স্থাপিত বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। বর্ণিত কুচক্রি মহলটি এসকল বিদ্যালয়ে 'ছেলে ধরা' গুজব ছড়িয়ে অভিভাবকদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু কোনক্রমেই তাদের এ ধরনের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করতে দেয়া যাবে না এবং সে লক্ষ্যে অংশিজনের মাঝে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা একান্ত জরুরি।

২। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক, অভিভাবক, বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি, শিক্ষক-অভিভাবক কমিটি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক এবং সুশিল সমাজের প্রতিনিধি সমন্বয়ে জনসচেতনতামূলক সভা, ব্যালি ইত্যাদি করা জরুরি। মাঠ পর্যায়ে কর্মরত বিভাগীয় উপপরিচালক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণকে নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন ও মনিটরিং নিশ্চিত করতে হবে। এ কাজে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ পুলিশ কর্তৃপক্ষের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে জনসাধরণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে এবং কুচক্রি ব্যক্তি/মহলের হীন স্বার্থ চরিতার্থের অপচেষ্টাকে প্রতিহত করতে হবে।

দেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্ণিত বিষয়ে জনসচেতনতামূলক সভা সম্পন্ন করে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে পর্যায়ক্রমে বিদ্যালয়, ক্লাস্টার, উপজেলা এবং জেলা হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক বিভাগীয় উপপরিচালকগণ এ অধিদপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি

২৫.৭.২০১৯
(ড. এ এফ এম মনজুর কাদির)
মহপরিচালক

১। বিভাগীয় উপপরিচালক (সকল)
২। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা (সকল)
৩। উপজেলা শিক্ষা অফিসার (সকল)

স্মারক নং: ৩৮.০১.০০০০.১০০.০২.০০১.১৬-৫২৭ (৫৮০)/১৪৫২ তারিখ: ২৫ জুলাই ২০১৯ খ্রি:

অনুলিপি:
সদয় অবগতির জন্য:

১. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অবগতি ও কার্যার্থে:

১. পরিচালক/প্রকল্প পরিচালক (সকল), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২. জেলা প্রশাসক (সকল)
৩. পুলিশ সুপার (সকল)
৪. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
৫. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পুলিশ (সকল)